# আসমানি কিতাব সমূহেরপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর পর তাঁদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য অনেক নাবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সে সকল নাবী-রাসূলের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে আল্লাহ্র বাণী ওয়াহি নিয়ে আসতেন। আর এ বানীকে আসমানী কিতাব বলা হয়। নাবী-রাসূলগণ এ সকল কিতাবের নির্দেশ অনুসারে স্বীয় জাতীকে আল্লাহ্র নির্দেশিত সঠিক পথে পরিচালনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ছোট-বড় অনেক আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। সেগুলো মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারখানা কিতাব এবং যে নাবী-রাসূলগণের উপর নাযিল হয়েছে তাঁদের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

১। তাওরাতঃ মূসা আলাইহিস সালামের এর প্রতি।

২। জাবুরঃ দাউদ আলাইহিস সালাম এর প্রতি।

৩। ইঞ্জিলঃ ঈসা আলাইহিস সালাম এর প্রতি।

৪। আল কুরআনঃ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাঃ এর প্রতি।

**আল কুরআন আমাদের জীবন বিধানঃ**

আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন, সে সকল কিতাবের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। তবে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাঃ এর উপর নাজিলকৃত আল কুরআনের আলোকে আমদের জীবন পরিচালনা করা আবশ্যক।

আসমানী কিতাবের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল কুরআন। এতে আছে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সর্বকালের সকল মানুষের জন্য হিদায়াতের বাণী ও মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান। এজন্যই আমরা আল কুরআনকে অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করব।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

**(وَهٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَتَّقُوْالَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ)**

''আর আমি এ কিতাব (আল কুরআন) নাযিল করেছি যা বরকতময়। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং (আল্লাহকে) ভয় কর। ফলে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। (সূরা আল আন'আম-১৫৫)

অতএব, আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা দল ও গোষ্ঠীর বিধি-বিধান না মেনে শুধুমাত্র আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিধি-বিধান অনুসরণ করব।

আল্লাহ্ আমাদের দান করেন। আমীন!

আল কুরআন শিক্ষার গুরুত্বঃ

প্রতিটি মুসলমানের জন্য আল কুরআন শিক্ষা করা ফরয। আল কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে জানা যায় সঠিক পথের সন্ধান, চেনা যায় শান্তির পথ, পাওয়া যায় সুখময় জীবন, কুরআন শিক্ষা করা সবচেয়ে উত্তম কাজ।

আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাঃ বলেনঃ

**خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ**

তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে কুরআন শিক্ষা দেয়।

(সহীহুল বুখারী-৫০২৭)

**مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعِشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الم حَرْفٌ وَلٰكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ ومِيْمٌ حَرْفٌ**

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি হরফ পাঠ করে তাঁর প্রতিদানসরূপ একটি সাওয়াব পাবে। আর প্রতিটি সওয়াব দশগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। আলিফ লাম মীম-কে আমি একটি হরফ বলছিনা। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মীম একটি হরফ। (সহীহ তিরমিজী-২৯১০)

অতএব, আমরা সর্বোত্তম মানুষ হওয়ার জন্য সর্বপ্রথমে আল কুরআন শিক্ষা করব। অপরকে শিক্ষা দেব এবং সে আলোকে আমাদের জীবন গড়ব।